পূর্বস্থলীতে বিরল প্রজাতির পাখি

শুভজিৎ অধিকারী ◆ পূর্বস্থলী, বর্ধমান

চরাচরের রজিত কাপুর এখানে এসে কী করতেন? হাজার হাজার পাখির মাঝে হারিয়ে যেতেন? নাকি পাখি ধরে তাদের আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার অনাবিল আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতেন? বলা মুশকিল। পাখি ভালবাসেন না এমন মানুষও 'কাষ্ঠশালী চর'-এ এলে হয়ে উঠবেন 'পক্ষীপ্রেমী'। কারণ? সাইবেরিয়া, আলাস্কা, তিব্বত, লাদাম, আফগানিস্তান থেকে বেড়াতে আসা অসংখ্য রঙিন, ছটফটে পাখির দল মনের মতো করে আয়েস করে এখানে। বর্ধমানের পূর্বস্থলীর প্রত্যন্ত এই কাষ্ঠশালী চরকে দূর থেকে দেখে মনে হতেই পারে রঙিন সামিয়ানায় মুড়ে রাখা হয়েছে বালিয়াড়ি। এজন্যই ভাল না বেসে পারা যায় না এই পাখিদের আড্ডাকেন্দ্রকে।

কিন্তু প্রচারের আড়ালে যে চরে পৃথিবীর বিরলতম প্রজাতির পাখিদের আনাগোনা—সেটি রীতিমতো উপেক্ষিত। না আছে কোনও পাখির সংরক্ষণকেন্দ্র, না কোনও পর্যটনকেন্দ্র। উল্টে এই চর এবং সংলগ্ন জলাশয়টি বর্তমানে শুকিয়ে যেতে বসেছে। কমে আসছে 'রেড নেক গ্রেব', 'আট্রিক টার্ন, 'শোভেলার'-দের আনাগোনা। আজ থেকে বারো বছর আগে হঠাৎই ঘুরতে এসেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'জংলী'-এর সম্পাদক ও পাখিপ্রেমী রাজা চট্টোপাধ্যায়। পূর্বস্থলীর কাষ্ঠশালী চর আদতে গঙ্গার চলার পথে তৈরি একটি অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ। চারদিকে ঘিরে রয়েছে ইদ্রাকপুর দ্বীপ। গত এক দশক ধরেই প্রতি বছর পুজোর পর থেকে ৭৪টি প্রজাতির প্রায় হাজার কুড়ি পাখি ছুটি কাটাতে ভিড় জমায় এই একচিলতে চরে। বেড়াতে গিয়ে অমন বিরলতম প্রজাতির নানান পাখি দেখে নিজের তাগিদেই কাষ্ঠশালীকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা শুরু করেন রাজা। সরকারকে লেখালেখি, স্থানীয় মানুষকে বোঝানো সবই নিরলসভাবে করে যান তিনি। কিন্তু আজও ইচ্ছাপূরণ হয়নি। স্থানীয় ক্লাব 'অঙ্কুর' এগিয়ে এসেছে রাজার পাশে। অথচ ঘুম ভাঙেনি সরকারের।